‘আব্দুর রহমান বাংলা ভাইরা খুব মহৎ কাজ করছে’

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সরকারের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট নেতা

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সম্পাদক, মাসিক মদীনা। ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা বলেছেন হান্নান স্বয়ং। এছাড়া দেশের ইসলামী দলগুলোর আন্দোলন, আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ নানা বিষয়ে কথা হয়... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

দিনটি ছিলো ১২ অক্টোবর। পাকিস্তান আমলের গভর্নর আবদুল মোনায়েমের শাহাদত বার্ষিকী। দিবসটি পালন উপলক্ষে পল্টনস্থ গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

সাপ্তাহিক ২০০০ : দিবসটির তাৎপর্য একটু বলবেন?

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মোনায়েম খান। বলতে পারেন তার হাত দিয়েই আমার রাজনীতিতে অগ্রসর হওয়া। তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক পুরুষ। ঢাকার অনেক স্থাপনার পেছনে মোনায়েম খানের অবদান আছে। তিনি কেমন গভর্নর ছিলেন তার একটা ঘটনা বলি। ১৯৪৮ কি ’৪৯ সালের কথা হবে। লাহোরে ভারত বোম্বিং করছিল। এদিকে বোম্বিং হচ্ছে অন্যদিকে আমাদের রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল। আমরা কয়েকজন গিয়ে তাকে বললাম, আমাদের দেশে যারা বোম্বিং করছে- তাদের (শত্রুদের) গান রেডিওতে বাজতে পারে না। আমাদের কথা শুনে মোনায়েম খান তৎক্ষণাৎ রেডিওর প্রধানরে ডাইক্কা এমন গালি দিয়ে ধমক দিলো, সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হলো। মোনায়েম খান এমন একজন দিল দরদী ছিলেন।

২০০০ : রবীন্দ্রনাথ তো শুধু ভারতীয় নয়। তাঁর গান তো...

মুহিউদ্দীন : তাঁর গান আজ জাতীয় সঙ্গীত। এটা খুবই দুঃখজনক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সামনে রেখে এই গানটি রচিত হয়। মুসলমানদের আক্রমণ করে এই গানটি আজ জাতীয় সঙ্গীত। এদেশের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে মুসলমান। এখানকার সমাজ কাঠামো তৈরিই হয়েছে ইসলামের ওপর ভিত্তি করে। ইসলামী এই চেতনা থেকেই ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি দেশ তৈরি হলো। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলো। এর মাত্র ১৪ দিনের মাথায় আন্দোলন উঠল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। দেশটা ঠিকমতো সংহত না হতেই এমন এক আন্দোলন। কেনো হলো জানেন? ভারতের ইন্ধন। ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। ভাষা নিয়ে তাই প্রথম থেকেই এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চললো।

তারপর যা হয়েছে, পাকিস্তান দুভাগে ভাগ হয়েছে। আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু ভারত আমাদের ছাড়ল না। তারা আমাদের তাবেদার বানাতে চায়। সেই চাওয়া এখন খুব ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। এই যে দেখেছেন দেশে জঙ্গিদের কারবার তাও ওই ভারতের কারণে। বোমা আসছে কোথা থেকে? ওই ভারত থেকে।

২০০০ : বর্তমানে ইসলামী দলগুলো ইসলামিক শাসন কায়েমের জন্য যে আন্দোলন করছে তার পেছনে যুক্তিটা কি?

মুহিউদ্দীন : বর্তমানে মুসলমানদের আর্থিক বলেন, রাজনৈতিক বলেন, সব দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো আছে। তারা আন্দোলন করছে আরো ভালো থাকার জন্য। এখনো যেটা পূরণ হয়নি তা হলো আবেগ। তারা ইসলামী আইন ধর্মীয় শরিয়ায় চলতে চায়। সেই চাওয়া নিয়ে এখন আমরা মুসলমানেরা আন্দোলন করছি। একটা কথা, ব্রিটিশ আমলে কি এমন আন্দোলনের কথাও শুনেছেন। তখন ছিল চাকরির কোটা বাড়ানো, শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো।

২০০০ : তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন এখন যারা ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য যে আন্দোলন করছে তা আবেগের কারণে। আবেগের সংকট হয়েছে তাই আন্দোলন করছে। কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে নয়।

মুহিউদ্দীন : হ্যাঁ। আবেগ তো আছে। যুক্তি আছে একটু। যুক্তিটা হলো ইমানের দাবি।

২০০০ : ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করাই ইমানের দাবি।

মুহিউদ্দীন : যেখানেই ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় সেখানেই মুসলমানরা অন্য কোনো শাসনে থাকতে পারবে না। ইসলামের মূলকথা হলো- মুসলমানদের শাসন করবে কুরআন। কুরআনে যা আছে তা হুবহু মেনে চলতে হবে। আর এগুলো চালাবার জন্য একজন শাসক থাকবে। সেটা নির্বাচিতই হোক আর যেকোনো ভাবেই হোক ইসলামী শাসক থাকবে। এগুলো পুরা হচ্ছে না বলেই আন্দোলন।

দেশের সব মুসলমানদের মধ্যেই এই চাওয়াটা আছে। আমাদের এ আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চললেও চূড়ান্ত সফলতা পায়নি। কেনো জানেন? দুর্বল নেতৃত্বের কারণে। দেখুন এক কায়েদে আজম জিন্নাহর কথায় সব মুসলমান এক হয়ে গেলো। এর পরে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক। তিনি কৃষকদের দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আন্দোলন করতে হয়। আবার দেখেন শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমানের মতো ব্যক্তিত্ব আর একজনও পাবেন। দেশে নেতৃত্বের চরম সঙ্কট। আমাদের ইসলামী দলে এই সঙ্কট আরো প্রকট। এক একজন নিজেদের খুব যোগ্য মনে করে। কিন্তু আসলে কিছু করতে পারছে না।

২০০০ : নেতৃত্বের সঙ্কটের প্রধান কারণ কি?

মুহিউদ্দীন : এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের সমস্যা। জাতি হিসেবে আমরা একেবারেই চরমে পৌঁছেছি।

২০০০ : এখান থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব।

মুহিউদ্দীন : আমাদের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। আর তার জন্য জনগণকে জাগ্রত করতে হবে। সংগঠিত করতে হবে।

জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা চাইছি। সেই জন্যই আমরা আন্দোলন করছি। মানুষদের জাগ্রত করছি।

২০০০ : জাগ্রত করতে কি কোনো সহিংসতা ঘটানো বৈধতা আছে?

মুহিউদ্দীন : সহিংসতা আপনি কোন অর্থে বলছেন। পাকিস্তান জন্মাতে না জন্মাতেই ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হলো, সে ঘটনায় অনেক কিছুকেই সহিংস বলা যায়। কিন্তু বাস্তবতার খাতিরে তা সহিংস নয়। আন্দোলন। যারা সহিংস ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা কিন্তু নিজেরা সৎচিন্তা থেকেই করছে।

২০০০ : তাহলে আপনি কি বলবেন এখন যে সব ইসলামী শাসন কায়েমের নামে জঙ্গিরা যে বোমা ফাটাচ্ছে তা সহিংসতা নয়। সৎ চিন্তা থেকেই করছে?

মুহিউদ্দীন : যারা এখন এসব বোমা ফাটাচ্ছে তারা সৎচিন্তা থেকেই করছে। আমি আব্দুর রহমানকে দেখেছি।

২০০০ : জাগ্রত মুসলিম জনতা জেএমবি-এর নেতা আব্দুর রহমানের কথা বলছেন?

মুহিউদ্দীন : হ্যাঁ। আব্দুর রহমান মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করে এসে সৌদি অ্যামবাসিতে চাকরি করতেন। তাঁর বাবা মাওলানা আব্দুল্লা ইবনে ফজল বড়মাপের বক্তা ছিলেন। আমাদের সমবয়সী মাওলানা ফজলের কিছু অনুসারী ছিলেন রাজশাহীর বাগমারা এলাকায়। ফজল মারা গেলে হঠাৎ আব্দুর রহমান চলে যায়। এরপর শুনি আব্দুর রহমান আফগানিস্তান থেকে ফিরে ওই অনুসারীদের নিয়ে সংগঠিত করেন। বহুকাল সর্বহারা দ্বারা নির্যাতিত এলাকার মানুষকে উদ্ধারের জন্য আব্দুর রহমান কিছু কাজ করল। আমার কাছে কিছুদিন আগে বাগমারার এক স্কুল শিক্ষক এসেছিল। সে জানালো, সর্বহারারা ওই এলাকাগুলোতে কি নির্যাতন চালিয়েছে চিন্তা করতে পারবেন না। সে বলে এলাকার যুবতী মেয়েরা কত পার্সেন্ট ভালো আছে তা বলা মুশকিল। এই নির্যাতিত লোকগুলো ছিলো মাওলানা ফজলের মুরিদ। এদের নিয়ে আন্দোলন করেছে আব্দুর রহমান। এই আন্দোলনে সর্বহারারা আত্মসমর্পণ করে দলে দলে যোগ দিচ্ছে জেএমবিতে। এখন এলাকায় সন্ত্রাসী তাণ্ডব কমেছে। অতএব আব্দুর রহমান কিন্তু সৎচিন্তা থেকেই করেছে।

২০০০ : আব্দুর রহমানের কাজকে সমর্থন করেন?

মুহিউদ্দীন : হ্যাঁ করি। দেখেন ইদানীং একটি কথা শুনি। সুশীল সমাজ। সুশীল সমাজটা কি? অল্প লোক সুশীল বাকি লোক দুঃশীল। এরা যাদের জঙ্গি বলছে। সহিংস ঘটনা বলে দোষারোপ করছে। আমরা মনে করি যারাই রাজনীতি করুক, তাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব ধারায় করছে। আমি বুঝি না যারা করছে তাদের বাহুতে জোর আছে। সবাই কি বোঝে জানি না, মুসলমানদের ইমানের দাবি পালন করতে হবে। আমি তো দেখছি আব্দুর রহমান বাংলা ভাইরা মহৎ কাজ করছে।

তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মোনায়েম খান। বলতে পারেন তার হাত দিয়েই আমার রাজনীতিতে অগ্রসর হওয়া। তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক পুরুষ

এই যে সর্বহারারা শ্রেণীশত্রু খতম করে দেশের খুব উন্নতি করেছে? তাই সর্বহারা দমনের উদ্যোগ সৎচিন্তা থেকেই হয়েছে। '৪৭-এ পাকিস্তানের নাজুক অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কতটা যৌক্তিক ছিল? আমরা কিন্তু বুঝি নাই। আমরা 'লাপ' দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। কিন্তু কাম যা সারা সেরে গেছে। তাই চিন্তাটা মহৎ ছিল, কিন্তু কামডা ঠিক ছিল না। তাই মনে করি আব্দুর রহমান-বাংলা ভাইরা যা করছে খুব মহৎ কাজ করছে। আর একটা কথা কি জানেন আপনারা বাগমারায় যতগুলো জঙ্গি আপনারা ধরছেন তাদের ৯৮ পার্সেন্ট সর্বহারা। সহিংস ঘটনা যেগুলো বলছেন তা ওই সর্বহারারাই করছে। সর্বহারারা বোল পাল্টে এ কাজগুলো করছে।

২০০০ : আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের অনুসারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড সর্বহারা নয়। তারা আগে থেকেই কোনো না কোনো বড় ইসলামী সংগঠনগুলোর কর্মী ছিল। জামায়াত ও আপনাদের দল থেকে আসা কর্মীর সংখ্যাই বেশি।

মুহিউদ্দীন : শোনেন মামলা হচ্ছে কোর্টে উঠুক। আমরা উকিল ঠিক করে রেখেছি। দেখবেন কেমনে প্রমাণ হয়, জঙ্গি আসলে সর্বহারাদের অন্যরূপ।

২০০০ : মুফতি হান্নানের হরকাতুল জেহাদেও কি সর্বহারা আছে?

মুহিউদ্দীন : মুফতি হান্নান। এই লোকটা ছিল আফগানিস্তানে। দেশে এসে জঙ্গি হয়ে গেলো। মিথ্যা বানোয়াট, ভিত্তিহীন একটি অভিযোগে লোকটাকে তছনছ করে দিল। দেশে এসে একটি সাবানের কারখানা করছিল। সে নাকি তার নিজ গ্রামের, তারই স্বজন শেখ হাসিনাকে বোমা মেরে মারতে চেয়েছিল। এই অভিযোগে বেচারা কারখানা বাড়ি ঘর তছনছ করে দিল। লোকটা প্রাণভয়ে পালায়ে বাঁচে না, আবার বোমা ফাটাবে। আমার কাছে এসেছিল। প্রথম যে বার দেখেছিলাম কথা বলে বুঝলাম, ছেলেটার তাগদ আছে।

২০০০ : মুফতি হান্নানের ব্যক্তি জীবনে যাবার আগে সর্বহারার বিষয়ে আর একটু জানতে চাই। সর্বহারার সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্কের যে কথাটা বললেন, তার পেছনে প্রমাণটা একটু জানতে চাই। 'জঙ্গিদের মধ্যে বেশিরভাগ সর্বহারা' এ কথাটার যুক্তিটা কি?

মুহিউদ্দীন : আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের সংগঠনে দলে দলে সর্বহারারা যোগ দিয়েছে। আর এই ঘটনা দেশের সর্বত্রই ঘটেছে। সর্বহারাদের নেটওয়ার্ক যত জায়গায় আছে পুরোটাই বোল পাল্টে জঙ্গি হয়ে গেছে। সর্বহারাদের কত লোক সরে গেছে এই প্রশ্ন আপনি মেনন সাহেবকে করতে পারেন। ইনুরে জিজ্ঞেস করেন।

আমি বুঝি না মুফতি হান্নান এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো কেনো? মেনন ও ইনুরা গেলো কোথায়। আসলে মিডিয়া তো আমাদের হাতে নাই। শেখ সাদী একটা কথা বলে গেছেন। 'কলম তো দুশমনের হাতে, আমার হাতে নাই?' আমি যদি বলি এই যে বোমা হামলাগুলো সব ক'টির হোতা রাশেদ খান মেনন।

২০০০ : এই কথাগুলোর প্রমাণ কি?

মুহিউদ্দীন : প্রমাণ আদালত করবে। তাদের দলের লোক যখন থেকে চলে এসেছে তখন থেকেই জঙ্গিরা সহিংস কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে। প্রমাণ আর কিছু দিতে পারব না এখন।

২০০০ : মুফতি হান্নানের ব্যাপারে আসি।

মুহিউদ্দীন : হান্নান কোনো প্রকার জঙ্গি নয়। ব্যাচারা দেশে ২০০০ সালে আসলো। আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, হুজুর দেশে আসছি কি করবো? আমি বললাম, যে কারণে সোভিয়েটরে সরাইবার গেলে তা আর তো পারলা না। সে বলল, হ্যাঁ, দেশে আসছি দোয়া করেন কিছু করি। আমি তারে ব্যবসা করার পরামর্শ দিলাম। এর মধ্যে শুনি সে নাকি শেখ হাসিনারে ৭৬ কেজি বোমা মাইরা উড়ায়ে দেবে। এর পর থেকে আওয়ামী লীগ তারে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিল। ব্যাচারার ব্যবসা গড়ে তুলছিল তা ধ্বংস হলো। মুফতি হান্নান সেই যে পালাইলো।

এর পর আমার সঙ্গে একদিন বায়তুল মোকাররমে দেখা। আমি তো চিনি নাই। মুখে দাড়ি নাই। একজন মুফতির মুখে দাঁড়ি নাই চিনি ক্যামনে। তা পাশে থেকে একজন বলল, হুজুর এ মুফতি হান্নান। দেখলাম ছেলেটা আগে যে টগবগা আছিল তা নাই। সুকায়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে। হান্নান বলল, 'হুজুর বড়ই বিপদে আছি। কি করি'? আমি বললাম, 'আল্লারে ডাকো।'। আমি আর কি বলতে পারি কন?

২০০০ : তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগটা কি তখনই করে দিয়েছিলেন?

মুহিউদ্দীন : এ কথাটা পুরো মিথ্যা। পুলিশের কাছে মুফতি হান্নান বলে নাই যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিছি। আমি তাকে দোয়া করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাই নাই।

২০০০ : যে মারসি পিটিশনের কথা শোনা যায়...

মুহিউদ্দীন : হ্যাঁ। একটি পিটিশন করছিল শুনছি। তাতে মন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীর সুপারিশ ছিল আমি এতটুকু জানি। আমার নাম কোথাও পাওয়া যায়নি। সরকার যাচাই-বাছাই করে দেখেছে।

২০০০ : মুফতি হান্নান আপনার নাম বলেনি?

মুহিউদ্দীন : না। এগুলো মিডিয়ার সৃষ্টি। তাও একমাত্র জনকণ্ঠে এসেছে। একজন মাত্র সাংবাদিক শুধু দেখল।

২০০০ : প্রথম আলোতে, মানব জমিনে এসেছে।

মুহিউদ্দীন : তাহলে তারাও মিথ্যা লিখছে। মুফতি হান্নান আমার কথা কোথাও বলেনি। পুলিশের কাছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে আমার নাম কোথাও নেই।

২০০০ : আপনার কাছে কি সেই স্টেটমেন্টের কপি আছে?

মুহিউদ্দীন : না নেই। আমি শুনেছি। থাকবে না এটা নিশ্চিত। এ কারণে যে আমি হান্নানের সঙ্গে ওই রূপ কাজ করিনি।

আমি বুঝি না মুফতি হান্নান এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো কেনো? মেনন ও ইনুরা গেলো কোথায়। আসলে মিডিয়া তো আমাদের হাতে নাই। শেখ সাদী একটা কথা বলে গেছেন। 'কলম তো দুশমনের হাতে, আমার হাতে নাই'

২০০০ : একজন মুসলমান ইসলামী শাসন কায়েম করবে- এ চাওয়া বৈধ ও গ্রহণযোগ্য পথে জঙ্গিরা চাচ্ছে না কেন? তারা সহিংসতা ছড়াচ্ছে কেন?

মুহিউদ্দীন : আমি এই কথাটাই বুঝাইতে পারি না। বুঝাইতে পারি না কেন জানেন? আমার একটি মাসিক পত্রিকা আছে। প্রায় দেড় লাখ কপি ছাপা হয়। দেশে কোনো মাসিক পত্রিকা এতো চলে বলে আমার জানা নাই। এই পত্রিকার পাঠকরা মনে করে এখানে যা লেখা আছে তাই সত্য। দুনিয়াতে এর পরে আর কিছুই নাই। আমার মাসিক মদীনার পাঠক এমনই পাগল। খাগড়াছড়ি থেকে পাঠক ভোটের আগে জানতে চায় হুজুর কারে ভোট দিতে কয়। মদীনার পাঠক বড়ই পাগল। তারা সবকিছুতেই হুজুর কি বলে শুনতে চায়। দেশে আমার মতো আরো আলেম আছে, পীর আছে। আমরা বুঝাইতে পারি নাই অবৈধ পথে কেন যাচ্ছ।

২০০০ : আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

মুহিউদ্দীন : না বোঝার কিছুই নাই। যারা ইসলামী সংগঠন করে, তারা আবেগ দিয়াই করে। আবেগ পুরা করার দাবিতে করে। এইটা করতে গিয়া যা করতে হয় তা তারা করে। সৎ উদ্দেশ্যেই করে।

২০০০ : আপনার কাছে মতামত চাইলে তাদের সহিংসতা করার ব্যাপারে ফয়সালা দেন, তারা তাই করে। আপনার কথায় আমার এমনটিই মনে হলো।

মুহিউদ্দীন : সহিংসতা ঘটাতে আমি বলি না। এটা ঘটায় ওই মেননের দল থেকে আসা লোকেরা। তারা ভারতের মদদে করাচ্ছে। দাঁড়ান দেখবেন। আদালতে কেস ফাইল হচ্ছে।

২০০০ : এবার নির্বাচনে আপনাদের অবস্থান নিয়ে বলুন।

মুহিউদ্দীন : আমরা যেমন আছি তেমনি থাকবো। চারদলীয় জোটেই থাকবো।

২০০০ : আপনি বললেন, সর্বহারারা দলে দলে জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছে। সর্বহারারা লেফটিস্ট, আপনারা রাইটিস্ট। তারা আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবে কি? এটা কি বিস্ময়কর নয়?

মুহিউদ্দীন : এ প্রশ্ন রাশেদ খান মেননকে করবেন। উত্তর পাবেন। কোর্টে উঠুক না। জঙ্গিদের জেরা করা হবে। তুমি কবে অস্ত্র জমা দিছ, কবে কোথায় ছিলা- এভাবে জেরা করা হবে। তোমরা ইনুর ক্যাডার ছিলা না? মেননের ক্যাডার ছিলা না? উকিল এভাবে বলবে। আমরা উকিলের রূপ তৈরি করছি। সর্বহারা, জনযুদ্ধরা দলে দলে জঙ্গি দলে নাম লেখাইছে, এই কথাটা দেশের ৮০ শতাংশ লোককে বুঝাইয়া ফেলছি। আপনি কি মনে করছেন আমরা বইসা আছি? এই যে তারাবির জামাতগুলো হয়, জামাতে যাইয়েন, ওখানে কি আলোচনা হয়? একজন ইমাম শুধুই কি মসজিদে নামাজ পড়ায়? সমাজে তার কোনো প্রভাব নাই?

২০০০ : আপনারা তাদের দলে নিচ্ছেন কেন? বের করে দিচ্ছেন না কেন?

মুহিউদ্দীন : আমরা তাই করবো। সামনে আদালতে প্রমাণ হবে। আসলে এ ছাড়া প্রমাণ করার উপায়ও নাই। আমাদের হাতে মিডিয়া নাই।

২০০০ : মুফতি হান্নান হরকাতুল জিহাদের শীর্ষনেতা দাবি করে...

মুহিউদ্দীন : মুফতি হান্নান হরকাতুল জিহাদের প্রধান। দেশে যতগুলো জঙ্গি ধরা পড়ছে তাদের দেখলেই বোঝা যায় নিরীহ। তারা কি বোঝে! শোনেন, আমি আপনাদের মিডিয়াদের বলি, সাপ ভাইব্বা দড়িতে বাড়ি মারছেন। বুশ যেমন দড়ির এদিকে একবার কোপ মারছে, আরেকবার অন্যদিকে মারছে। মাঝখানে লাদেন বসে হাসে। মিডিয়া আপনারা সাপ ভাইব্বা দড়িতে পিটাচ্ছেন।

২০০০ : আপনি আগে বললেন ওরা সর্বহারা, আবার বলছেন নিরীহ?

মুহিউদ্দীন : ধরা পরতাছে যারা, তারা নিরীহ। আর সহিংস কাজ করতাছে যারা তারা সর্বহারা। হিংস্র প্রাণী। আমার সরল কথাগুলোরে অযথা প্যাঁচ দিবে না। আপনারা সাংবাদিকরা এই প্যাঁচের কামডা ভালোই করেন।

২০০০ : আহমদিয়া সম্প্রদায় বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে বলুন।

মুহিউদ্দীন : আমিও মনে করি আহমদিয়ারা মুসলমান না। আমরা চাই তাদের সঙ্গে একটা সাংবিধানিক সেপারেশন। আমরা সাংবিধানিক পন্থায় এই ব্যবস্থা চাই। যারা ঘেরাও কাজ করে তাদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি। তাদের সমর্থন করি না।

২০০০ : দীর্ঘদিন ধরে তারা এ সমাজে শান্তিপূর্ণভাবেই আছে। সরকার তথা দেশের জনগণের বৃহৎ একটা অংশ তাদের বাদ দেয়ার পক্ষে নয়। অপরদিকে আহমদিয়ারা দাবি করছে তারা মুসলমান। মুসলমানের তালিকা থেকে তাদের বাদ দেয়ার ফয়সালার অধিকার আপনারা রাখেন কি?

মুহিউদ্দীন : আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল সাহেব জড়িত। এইভাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন...।

২০০০ : শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় দল জামায়াত তো প্রকাশ্যে এ কথা বলে না।

মুহিউদ্দীন : জামায়াত ইসলামীর ধর্ম বিষয় নিয়া আমাদের সংশয় হয়। তাদের কথা বাদ দেন। তাদের আমরা ঘৃণা করি। তাদের মন্ত্রণালয়ে আমাদের ইসলামী ঐক্যজোটের লোক কেউ যায় না। আর তারাও আমাদের পরোয়া করে না। তাদের অহমিকা দেখে আমার ঘৃণা হয়।

২০০০ : এর পরেও তো তাদের সঙ্গে জোটে আছেন।

মুহিউদ্দীন : বৃহৎ কৌশলগত কারণে এইভাবে থাকা। এটা খুব দীর্ঘ বা স্থায়ী কিছু বলা ঠিক হবে না।

২০০০ : জামায়াতের সঙ্গে জঙ্গি তৎপরতার যোগ আছে বলে জানা যায়। আপনি কী মনে করেন?

মুহিউদ্দীন : জামায়াতের সঙ্গে জঙ্গি তৎপরতার বিষয়টা আমার মনে হয় ঠিক না। তারা অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত একটা সংগঠন। তাদের সফলতা অভাবনীয়। তারা ভাবে নাই এতোগুলা আসন পাবে। তারা দুইটা মন্ত্রণালয় পাবে। তাই তারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইবে না। তাদের ব্যাপারে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। তবে এই জঙ্গি অভিযোগ দিতে পারি না।

২০০০ : দেশে জঙ্গি যারা ধরা পড়ছে, বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত স্বীকার করেছে, তাদের অনেকে আপনার দলেরও বলে জানা যায়।

মুহিউদ্দীন : হ্যাঁ, আমার কাছে প্রায়ই ফোন আসে। নরসিংদীর অমুক মসজিদের ইমামরে ধরছে। এই নারায়ণগঞ্জের একজনরে থানায় নিয়া গেছে। তিনি মসজিদের ইমাম। আমাদের কাছে খবর আসে। আমরাও খবর নেই। ফোন কইরা প্রশাসনরে বলি, লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ নেন, কোনো জঙ্গি তৎপরতার প্রমাণ পান কি না। প্রশাসন ছাইড়া দেয়।

২০০০ : আপনি বললেই প্রশাসন ছেড়ে দেয়?

মুহিউদ্দীন : ছাড়বে না! আমরা বলি, আপনারা যাচাই করেন তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পান কি না। তারা তো পায় না। তাই ছাইড়া দেয়।

২০০০ : জঙ্গিদের অভিযোগ মিথ্যা এটা প্রমাণের অপেক্ষায় আদালত পর্যন্ত না যেতেই আপনার কথায় ছেড়ে দেয় বলছেন?

মুহিউদ্দীন : প্রমাণ তো আমরা করি না। করে পুলিশে। আমরা শুধু বলি। আর একটা কথা, যেসব মাওলানা ধরা পড়ছে, আগে হইলে দেখতেন দেশের অলিতে-গলিতে আন্দোলন হইতো। এখন হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না জানেন? যারা জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত হইয়া পড়ছে, তাদের আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি না। কথা বলার সুযোগ পাইলেই তাদেরকে বুঝাই। বুঝাইতে ব্যর্থ হই কেন বলবেন তো? আসলে কামডা হচ্ছে ইন্ডিয়ার প্ররোচনায়। বোমাবাজির ঘটনায় বেশির ভাগ লোক সাপলাই দিছে জনযুদ্ধের লোকেরা। যা রাশেদ খান মেননের দল।

২০০০ : আপনারা সার্টিফাই করেন, প্রশাসন বা পুলিশ ছেড়ে দেয়?

মুহিউদ্দীন : আমরা তো বলি খোঁজ করে দেখেন। আমাদের তো প্রমাণ করে দেখাইতে হবে সে জড়িত। আর তা না হলে তোমার খবর আছে। আমার পার্টির লোক হয়রানি হবে, আমরা বসে তামাক খাব নাকি!

২০০০ : আপনার লোকদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রমাণ দেখাতে পারে না বলেই ছেড়ে দেয়?

মুহিউদ্দীন : আমাদের লোক ধরা পড়ছে তবে পত্রিকারা ঠেকাইতে পারে নাই।

২০০০ : মুফতি হান্নান তো চিহ্নিত জঙ্গি, সে আপনার কাছে কেন আসতো? সেল্টারের জন্য, নাকি শুধুই দোয়া নিতে?

মুহিউদ্দীন : আপনি কেন আইছেন? সেল্টারের জন্য? আমার দুয়ার সবার জন্য খোলা। এখানে যারা আসে তারা এক কাপ লাল চা খায়। মুফতি হান্নান তো তখন শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করে নাই। অনেক প্রমিনেন্ট নেতাদের সঙ্গেও দেখা করছে। আমার জানা অনেক আলেমদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তবে সে আমার কাছে 'হরকত' নিয়া আসে নাই। দোয়া চাইতে এসেছিল।

২০০০ : আপনি দোয়া করেছেন। তার মানে আপনার কাছে জঙ্গিরা দোয়া নিতে আসে। আমার প্রশ্ন হলো, আপনার কাছে জঙ্গিরা দেখা করতে আসে, তো রাশেদ খান মেননের কাছে যায় না কেন?

দেশে একটা অস্থির অবস্থা তৈরির জন্য ভারতের প্ররোচনায় মেননরা আর আওয়ামী লীগরা বোমা ফাটাচ্ছে। বুশ লাদেনরে তুলছে, আবার তারে ডুবাইতে চাচ্ছে। শেখ হাসিনা মুফতি হান্নানরে তুলছে, তারে আবার ডুবাইতে চাচ্ছে

মুহিউদ্দীন : সে তো তাদের ডাইরেক্ট জঙ্গি নেতা। তার কাছে আসে কি না কে জানে। খোঁজ নিয়া দেখেন সর্বহারারা যে চাঁদা তোলে তা শহরে বসে কে ভাগ খায়। আপনি আব্দুর রহমানের খোঁজ নিতে আমার কাছে আসছেন। মেননের কাছে খোঁজ করেন, পাইবেন। আজ চৌদ্দ দলের কাছে আমি চক্ষুশূল। কেন তারা আমার বিরোধিতা করে জানেন? আমি তাদের নখদর্পণে চিনি। আদর্শচ্যুত নেতারা ভারত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছে। তারা সরকারের কাছে আমার বিরুদ্ধে আলটিমেটাম দেয়। এতো স্পর্ধা তারা পায় কোথায়। ইন্ডিয়া করাচ্ছে বলে করছে। ইন্ডিয়া পারে না এমন কোনো কুকর্ম নাই। আমি মার্চে টিপাইমুখে যে লংমার্চ করলাম, তখনি টেলিফোনে থ্রেট দিছিল।

২০০০ : কারা থ্রেট দিয়েছিল?

মুহিউদ্দীন : টেলিফোনে দিছে। দেখি নাই কে দিছে।

২০০০ : কি ধরনের থ্রেট দিয়েছিল?

মুহিউদ্দীন : বেশি বারাবারি করবেন না।

২০০০ : এরপর তারা কিছু করেছিল?

মুহিউদ্দীন : আমরা একবারেই দুর্বল না। আমি যে লংমার্চ করছিলাম তা দেখছেন?

২০০০ : না।

মুহিউদ্দীন : দেখলে বুঝতে পারতেন কী জনজোয়ার সৃষ্টি হইছিল।

২০০০ : আফগানিস্তান থেকে কতজন দেশে ফিরে এসেছে?

মুহিউদ্দীন : যতদূর জানি, আড়াই হাজারের মতো। যারা আফগানিস্তানে গেছে তারা কিন্তু সরাসরি যায় নাই। দেখা গেছে ভারতের দেওবন্দ থেকে এবং পাকিস্তানে যারা লেখাপড়া করতে গিয়েছিল তারাই আফগানিস্তানে গেছে ।

২০০০ : আফগানিস্তান থেকে ফেরত এসে, তারাই জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ছে। আর আপনারা তাদের সহায়তা করছেন এমন অভিযোগ আছে।

মুহিউদ্দীন : আফগানিস্তান ফেরতরা অন্য কিছু করে। আপনারা সাংবাদিকদের বলি, আপনারা খোঁজ নেন। সাপ ভেবে দড়িকে পিটাইবেন না। ষড়যন্ত্র কোথায় হচ্ছে খোঁজ নেন। যত বোমা ফাটছে সব কোথা থেকে আসছে? কারা পাঠাচ্ছে? কারা এগুলো রিসিভ করে?

২০০০ : ইসলামী দলগুলোর মধ্যে এতো বিভেদ কেন। জামায়াত সঠিক ইসলামী দল না হয়েও এতো উত্তরণ হলো, আপনাদের হলো না কেন?

মুহিউদ্দীন : এই প্রশ্নটা আমাদেরও, বিশেষ করে আমারও। প্রধান কারণ আমাদের মধ্যে নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের প্রচুর সমর্থক আছে। নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে এমন বিভেদ। তবে দেখবেন, নির্বাচন আসতে আসতে সবাই এক হয়ে যাবো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

২০০০ : মুফতি হান্নানের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা পত্রিকায় আসার পর প্রশাসন আপনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিল কি না?

মুহিউদ্দীন : না আসে নাই। আমার সঙ্গে জঙ্গি তৎপরতার কোনো প্রমাণ প্রশাসনের কাছে নাই। এটা জনকণ্ঠ ও সাংবাদিকদের কাজ। সেই কাজে সরকার লাফ দিয়া উইঠা আমারে ধরব কেন? আমি তো মনে করি মেননরে ধরা উচিত। হান্নান অভিযুক্ত হলে বোমা ফাটানোতে মেননও দোষী।

২০০০ : বোমা হামলার ব্যাপারটা কি চলতেই থাকবে? ভয়াবহ এই ব্যাপারটা থামাবার কোনো পথ আপনার জানা আছে?

মুহিউদ্দীন : জানা আছে। ভারতকে খুশি করতে পারলেই থামবে। যতক্ষণ না ইন্ডিয়ার কাছে বাংলাদেশ নিঃশর্তে সমর্পণ না করে ততক্ষণ এ হামলা চলবে। যে পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতা না ছাড়বে সে পর্যন্ত চলবে। এভাবে বলা যায়, আগামী এক বছরে আরো হবে। বিএনপিরে ফালায়া দেন, দেখবেন কিছুদিনের জন্য কমবে।

আমি সাংবাদিকতা করি দীর্ঘদিন। সেই '৫৪ সালে প্রুফরিডার হিসাবে আজাদে যোগ দেই। কারা কোথা থেকে কি করাচ্ছে আমি জানি না? দেশে একটা অস্থির অবস্থা তৈরির জন্য ভারতের প্ররোচনায় মেননরা আর আওয়ামী লীগরা বোমা ফাটাচ্ছে। বুশ লাদেনরে তুলছে, আবার তারে ডুবাইতে চাচ্ছে। শেখ হাসিনা মুফতি হান্নানরে তুলছে, তারে আবার ডুবাইতে চাচ্ছে। আবদুর রহমান মির্জা আজমের আপন ভগ্নিপতি। মির্জা আজম আওয়ামী লীগের বড় নেতা। আপনারা আব্দুর রহমানকে খুঁজতে হলে আজমরে ধরেন। হিসাব কইষা দেখেন আওয়ামী লীগরাই বোমা ফাটাইছে। অনেক কিছুই বের হবে। বিষয়টা আগে কোর্টে উঠুক, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আর কথা বাড়ালেন না। তারাবি নামাজ পড়ার তাড়া দেখিয়ে চলে গেলেন।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**